দৈনিক বাংলা

19

তারিখ ... 17 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

28

পরীক্ষকদের তালিকা ফাঁস

বাঞ্ছিত আর অবাঞ্ছিতের চিরন্তন বিরোধ পাড়ি দিয়ে সাদামাটা সত্যে পৌঁছার ব্যাপারটায় ঝুটঝামেলা বিস্তর। আর এই মুহূর্তে যা বাঞ্ছিত পলক ফেলার পরই তো তার অবস্থান পালটে যেতে পারে। তবে কি মানতে হবে বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত বলে আদতে কিছুই নেই, সবই সময়ের বিবেচনা বা চাপ মাত্র?

বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি সম্ভবত প্রাজ্ঞ দার্শনিকের দায়। তবু সময় সময় তা আমাদের মত সাধারণ মানুষদেরও বিকশিত করে তোলে। যেমনটা করছে এই মুহূর্তে। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে এই বিতর্ককে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। পরীক্ষক আর পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা ফাঁস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি সম্পর্কে এ বিজ্ঞপ্তির উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, 'চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কন্ট্রোলার, ডেপুটি কন্ট্রোলার ও কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট স্টেনো-টাইপিস্ট ও ইউডি কিংবা এলডি স্টাফ পরীক্ষক ও উত্তরপত্র বিতরণের তালিকা তৈরী করে থাকেন। এরূপ খবর প্রকাশের মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের দোষারোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এটা বাঞ্ছনীয় নয়।'

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই, প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও তাদের উপর ন্যস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ফাঁস হয়ে যাওয়া গোপন তালিকাটি দৈনিক বাংলাই প্রকাশ করেছে। অবশ্যি তালিকাটি যে এর আগে ঢালাও বিক্রয় হয়েছে একথাও খবরটিতে যথারীতি উল্লেখ করা হয়েছে। কন্ট্রোলার সাহেব তাঁর বিজ্ঞপ্তিতেই জানিয়েছেন, এই ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে। পরীক্ষকদের নামের তালিকা যে ফাঁস হয়ে গেছে, একথাও বোর্ড কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেননি। এমন একটা ঘোষণার লক্ষ্য সম্ভবত সবাইকে আশ্বস্ত করা। আমাদের পক্ষে তবু আশ্বস্ত বোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এ জন্যে যে বিজ্ঞপ্তির উপসংহার আমাদের উপর একটি উদ্দেশ্য আরোপ করে (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 'প্রকারান্তরে দোষারোপ' করা) সুস্পষ্ট রায় দেয়া হয়েছে, কাজটি যা হয়েছে তা 'অবাঞ্ছনীয়'। এরপর বাঞ্ছনীয়-অবাঞ্ছনীয় নির্ণয়ে মাথা না ঘামিয়ে উপায় থাকে কি?

কি যে বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছনীয় আর কি যে তা নয়, তা নির্ণয়ের ব্যাপারটা খুবই জটিল। দার্শনিকেরা এ কাজে হিমশিম খান। তবে বড় সংখ্যার সাধারণ মানুষের জন্যে এ কোনো সমস্যা নয়। উপস্থিত মুহূর্তে যা তার বা তাদের জন্যে সুবিধাজনক সেটাই বাঞ্ছনীয় ঠেকে। বিপরীত অবস্থায় বিপরীত রায়। গোপন তালিকা ফাঁস হয়ে গেছে এ খবরটা কাউর হয়ে যাওয়া যে বোর্ডের জন্যে সুবিধাজনক নয়, তা অনুধাবনের জন্যে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হয় না। তবে এ জন্যেই কর্তৃপক্ষ কারো ওপর উদ্দেশ্য আরোপ করবেন কিংবা কাউকে এক কথায় অপরাধীর কাতারে ঠেলে দেবেন (যা বাঞ্ছনীয় নয় তেমন কাজ করাই তো অপরাধ। মাত্রাভেদ অবশ্যই মাননীয়।) এমনটা কি বাঞ্ছনীয় হতে পারে?

বিশেষ বিবেচ্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়। আলোচ্য ব্যাপারটির সঙ্গে পরীক্ষা পরিচালনায় বোর্ডের দক্ষতা বা যোগ্যতা এবং পরীক্ষার ফলাফলের যাথার্থ্য তথা গ্রহণযোগ্যতা মিলিয়ে জনস্বার্থের অনস্বীকার্য সম্পর্ক উপেক্ষিত হতে পারে কি?

বস্তুত, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত নির্ধারণের পক্রিয়ায় এ বিষয়গুলো আসতে বাধ্য। যে বিষয়ে একজন ব্যক্তিই সব, সেখানে তার ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে যেখানে জনস্বার্থ জড়িত, ব্যক্তি যেখানে কোন কর্তৃত্বের প্রতিনিধি সেখানে এধরনের ঢালাও মন্তব্যই অবাঞ্ছিত।

কন্ট্রোলার সাহেব এই খবরটিতে তাঁকেসহ বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা আর কর্মীকে প্রকারান্তরে দোষারূপ করার উদ্দেশ্যটা দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন না আদতে তিনিও তাদেরই দোষী সাব্যস্ত করছেন। অন্যথায় শাস্তির আশ্বাস প্রকাশের প্রয়োজন করত না। তা ছাড়া দেখতে পেলেন না, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত জনস্বার্থের দিকটি। ফাঁস হয়ে যাওয়া এই তালিকা নিয়ে জমাট ব্যবসায়ের অবকাশ হয় না, যদি না এর অপব্যবহারের কোন সুযোগ থাকে। আর অপব্যবহারই যদি সম্ভব হয় পরীক্ষার ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা কোথায় দাঁড়ায়? আর এরপর বোর্ডের অস্তিত্বেরই বা কি যুক্তি থাকে?

এই তালিকা ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা এধরনের একটি তালিকা তৈরির যৌক্তিকতা নিয়ে ভেবেও কিছু কূলকিনারা পাচ্ছি না। পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা আর তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের হিসেব একটি গোপন খাতায় বা নথিতে সংরক্ষণই কি পর্যাপ্ত ছিল না? সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে তার বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের ঠিকানা জানিয়ে দিলেই তো সব লেঠা চুকে যেতে পারত।

তবে কি হতে পারত কিংবা থাকত না তা এখন তার কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য একটাই যা হয়েছে। নতুবা একটা তালিকা তৈরি হলেও তা-ও তো গোপন থাকতে পারত। অপ্রয়োজনে তালিকা তৈরি হয়েছে এবং তা ফাঁস হয়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে এটাই হচ্ছে সার কথা। কন্ট্রোলার সাহেব যেমন শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন তার পাশে আসলে দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়াটাই ছিল বাঞ্ছনীয়। দায়িত্বশীল আচরণের এই সহজ ও যুক্তির পথ এড়িয়ে অন্যের ওপর অপরাধের দায় চাপানোর চেষ্টা সংশয় আর সন্দেহ সৃষ্টি করে। তখনই উপায় থাকে না অপ্রিয় আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার।

অন্যথায় একটি কেলেঙ্কারি বা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর জনস্বার্থের প্রহরী হিসেবে খবরটি প্রকাশের পরই আমরা নিজেদের ভারমুক্ত গণ্য করতে পারতাম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পেতেন খবরটি প্রকাশের আগে পত্রিকার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত জানারও চেষ্টা করা হয়েছিল। দোষারূপই লক্ষ্য এমন ধারণা তাই ঠাঁই পেতে পারে না।

তা ছাড়া দোষারূপ কার উপর? কারা যে দায়ী তা আমরা এখনো জানি না। কাউকে দায়ী করার চেষ্টাও করা হয়নি সংশ্লিষ্ট পরিবেশনায়। তবে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব ধরে নিয়ে বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ যেমন শাস্তির কথা ভাবছেন তেমনিভাবে কেউ বা কিছু লোকতো অবশ্যই দোষী আছেন। তালিকা তো তার তেমন ক্ষমতার অধিকারী নয় যে নিজেই নিজেকে জাহির করে বিপত্তি ঘটাবে। আসলে তো সকল পরীক্ষকের নাম-ঠিকানাই ফাঁস হয়ে গেছে।

কন্ট্রোলার সাহেবের বিজ্ঞপ্তিতে আরো একটি দাবী করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই, 'এ বছরই প্রধান পরীক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান কিংবা উল্লিখিত পরীক্ষকদের তালিকা ফাঁস হয়েছে এ খবর সঠিক নয়।' সঠিক খবরের হদিস তাঁরই ভালো জানার কথা। তা কি এই যে, এর আগেও এভাবে তালিকা ফাঁস হয়েছে?

যদি তা হয়ে থাকে, আমাদের জিজ্ঞাসা, সে খবরটা এর আগে জানা যায়নি কেন? কিংবা এবারই কেন দায়ী তল্লাশ করে শাস্তি দেয়ার প্রশ্ন উঠছে? নাকি এর আগেও কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে? যদি তাই ঘটে থাকে তা জানার অধিকার কি জনসাধারণের ছিল না? কিংবা এমনটা যদি আগেও ঘটে থাকে তবে কি করে আবারও তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়? সতর্কতা অবলম্বনের কোন ব্যাপারই কি নেই বোর্ড পরিচালনায়?

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের কন্ট্রোলার সাহেবের বক্তব্য এমনি ধারা অসংখ্য প্রশ্ন জাগায়। আর এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার একতিয়ার এবং দায় দুই-ই বোর্ড কর্তৃপক্ষের। আমরা তারই অপেক্ষায় থাকছি। বক্ষ্যমান আলোচনায় এই বলেই উপসংহার টানতে চাই যে, বাঞ্ছনীয় আর অবাঞ্ছনীয় নির্ণয়ের প্রক্রিয়া জটিল হলেও তা অবাঞ্ছিত নয়। অবাঞ্ছিত কেবল একে উপলক্ষ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার প্রয়াস। বস্তু যেমন একতল হয় না, ঘটনাও এক দিকসর্বস্ব নয়। সব দিক বিবেচনায় এনেই কেবল সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব। দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে এই বিবেচনাই প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছনীয়।

—সালেহ চৌধুরী